দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 23 MAY 2007
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

১০.২৩৪ ৪৭

ঝিনাইদহে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপবৃত্তির ৩৩ লাখ টাকার হদিস নেই

ঝিনাইদহ, ২২ মে, নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ ঝিনাইদহে সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়মবহির্ভূতভাবে ১৭টি খাতে দুর্নীতি হয়েছে। দুর্নীতির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের উপবৃত্তির টাকা কম দিয়ে বছরে প্রায় ৩৩ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়া হয়েছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ টিআইবি'র সহযোগিতায় সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) ঝিনাইদহ শাখা মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য প্রকাশ করে। ঝিনাইদহ সনাক আহ্বায়ক এ্যাডভোকেট শেখ সেলিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সংবাদ সম্মেলনে সনাক সদস্য অধ্যাপক (অব) এন.এম শাহজালাল জরিপ প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। টিআইবি'র কর্মকর্তা দিপু রায় ও উজ্জ্বল ভট্টাচার্য্য জরিপের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। ২০০৬ সালের জুন থেকে আগস্ট মাসে পরিচালিত টিআইবি'র এই জরিপ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, নিয়ম অনুসারে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফী বাবদ ৫ টাকা এবং তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীতে ১০ টাকা নেয়ার কথা থাকলেও ঝিনাইদহ এলাকায় ১৭টি খাতে

টিআইবির রিপোর্ট

গড়ে ৩ টাকা থেকে ৩৫ টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত ফি গ্রহণ করা হয়েছে যা অবৈধ। খাতগুলোর মধ্যে রয়েছে ভর্তি ফী, মাসিক বেতন, ১ম সাময়িক পরীক্ষার ফী, ২য় সাময়িক পরীক্ষার ফী, বার্ষিক পরীক্ষার ফী, অনুপস্থিতির জন্য জরিমানা, পরবর্তী শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার ফী, সার্টিফিকেট বা ছাড়পত্র ফী, বিনামূল্যে বই বাবদ ফী, আপ্যায়ন ফী, টিফিন বাবদ ফী, বার্ষিক খেলার ফী, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য ফী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য ফী, বিদায় অনুষ্ঠানের জন্য ফী, বিভিন্ন দিবস উদযাপন, অজানা ও বিবিধ ফী। এছাড়া বছরে উপবৃত্তি খাতের মাধ্যমে ৩২ লাখ ৫৭ হাজার ৮৮ টাকা দুর্নীতি হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ঝিনাইদহ সদর উপজেলা সরকারী প্রাইমারী স্কুল শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শাহ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ টিআইবি'র প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করে বলেন, উপবৃত্তির টাকা শিক্ষকগণ প্রদান করেন না। ব্যাংক কর্মকর্তারা মাস্টাররোলে সহি করার পর ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের হাতে দিয়ে থাকেন। তিনি আরও বলেন, খেলাধুলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য সরকার থেকে কোন অনুদান দেয়া হয় না।